بسم الله الرحمن الرحيم   نحمده ونصلي على رسوله الكريم   وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ

খণ্ড 1

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৩০০ টাকা

বদর

সাপ্তাহিক   কাদিয়ান

The Weekly **BADAR** Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 7

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার, 21 এপ্রিল, 2016   21 শাহাদত, 1395 হিজরী শামসী   13 রজব 1437 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহর কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

নবী খোদার চেহারা দেখার জন্য আয়না স্বরূপ। আদি হইতে এবং যখন হইতে পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে তখন হইতে খোদাকে সনাক্ত করা নবীকে সনাক্ত করার সহিত সম্পৃক্ত। এই জন্য নবীর মাধ্যম ছাড়া তৌহিদ লাভ করা অসম্ভব ও দুঃসাধ্য। তওহীদের সৃষ্টিকারী, তওহীদের পিতা, তওহীদের ঝরণার উৎস এবং তওহীদের চরম বিকাশস্থল কেবল নবীই হইয়া থাকেন। তাঁহাদের মাধ্যমেই খোদার গোপন চেহারা দৃষ্টিগোচর হয় এবং জানা যায় যে, খোদা আছেন।

বাণী ঃ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)

ইহাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, কেবল নবীগণই (আলায়হেস সালাম) খোদার অস্তিত্বের সংবাদদানকারী এবং তাহারাই লোকদিগকে খোদার এক-অদ্বিতীয় হওয়ার জ্ঞান শিক্ষা দিয়াছেন। যদি এই সকল পবিত্র ব্যক্তি পৃথিবীতে না আসিতেন তবে সেরাতে মুস্তাকীম (সরল পথ) নিশ্চিতভাবে লাভ করা এক অসম্ভব ও দুঃসাধ্য ব্যাপার হইত। যদিও যমীন ও আকাশ সম্পর্কে চিন্তা করিয়া এবং উহাদের পরিপূর্ণ ও সুশৃংখল বিন্যাশ পর্যবেক্ষণ করিয়া একজন সৎ-প্রকৃতি বিশিষ্ট ও বুদ্ধি-জ্ঞান সম্পন্ন মানুষ বুঝতে পারে যে, এই প্রজ্ঞাপূর্ণ কারাখানার স্রষ্টা কাহারও নিশ্চয় হওয়া উচিত; কিন্তু 'নিশ্চয় হওয়া উচিত' এবং 'বস্তুতই তিনি আছেন'- কথা দুইটির মধ্যে অনেক ব্যবধান আছে। নবীগণই (আলায়হেস সালাম) কেবল নিশ্চিত অস্তিত্ব সম্পর্কে সংবাদদানকারী যাহারা হাজার হাজার নিদর্শন ও অলৌকিক ঘটনাবলীর মাধ্যমে জগতবাসীকে প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, গোপন হইতে গোপনতর এবং সকল শক্তির আধার ঐ সত্তা প্রকৃতপক্ষেই মজুদ আছেন। সত্য তো ইহাই যে, নিখিল বিশ্বের ব্যবস্থাপনা পর্যনবেক্ষন করিয়া ইহার নিশ্চিত স্রষ্টার প্রয়োজনীয়াতা অনুভব করার মত বুদ্ধি জ্ঞান ও নবুয়তের জ্যোতিঃ হইতেই পাওয়া যায়। যদি নবীগণের (আলায়হেস সালাম) অস্তিত্ব না থাকিত তবে এতখানি জ্ঞান-বুদ্ধিও কেহ অর্জন করিত না। ইহার দৃষ্টান্ত এই যে, যদিও মাটির নীচে পানি আছে, তথাপি এই পানির অস্তিত্ব আকাশের পানির সহিত সম্পৃক্ত। যখন এইরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, আকাশ হইতে পানি বর্ষণ হয় না যখন জমীনের পানিও শুকাইয়া যায়। আবার আকাশ হইতে পানি বর্ষিত হয় তখন জমিনেও পানি উছলাইয়া ওঠে। অনুরূপভাবে নবীগণের (আলায়হেস সালাম) আগমণে বুদ্ধি-জ্ঞান তেজদীপ্ত হইয়া ওঠে এবং জমীনে পানি তুল্য বুদ্ধি-জ্ঞান উৎকর্ষতা লাভ করে। যখন এই সুদীর্ঘ কাল এইরূপ অতিবাহিত হইয়া যায় যে, কোন নবী প্রত্যাদিষ্ট হন না তখন জ্ঞান-বুদ্ধির জমীনি পানি দুষিত ও হ্রাস পাইতে আরম্ভ করে এবং পৃথিবীতে প্রতিমা পূজা, শেরক ও সকল ধরণের মন্দ কাজ বিস্তার লাভ করে। অতএব, যেভাবে চোখে এক জ্যোতিঃ আছে এবং এই জ্যোতিঃ সত্বেও উহা সূর্যের মুখাপেক্ষী, সেভাবে চোখের সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ মানুষের বুদ্ধি-জ্ঞান সদা সর্বদা নবুয়ত রূপ সূর্যের মুখাপেক্ষী থাকে। যখনই এই সূর্য গোপন হইয়া যায় তখনই উহার মধ্যে (বুদ্ধি-জ্ঞান) নোংরামী ও অন্ধকার দেখা দেয়। তোমরা কি কেবল চোখ দ্বারা কিছু দেখিতে পার? নিশ্চয় নহে। অনুরূপভাবে তোমরা নবুয়তের জ্যোতিঃ ব্যতিরেকে কিছুই দেখিতে পার না।

অতএব, আদি হইতে এবং যখন হইতে পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে তখন হইতে খোদাকে সনাক্ত করা নবীকে সনাক্ত করার সহিত সম্পৃক্ত। এই জন্য নবীর মাধ্যম ছাড়া তৌহিদ লাভ করা অসম্ভব ও দুঃসাধ্য। নবী খোদার চেহারা দেখার জন্য আয়না স্বরূপ। এইভাবে আয়নার মাধ্যমে খোদার চেহারা দেখা যায়। যখন খোদা তা'লা পৃথিবীতে নিজেকে প্রকাশ করিতে চাহেন তখন তাঁহার কুদরতের বিকাশস্থল নবীকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। এবং স্বীয় ওহী তাঁহার নিকট অবতীর্ণ করেন ও স্বীয় প্রভুত্বের শক্তি তাঁহার মাধ্যমে প্রদর্শন করেন। তখন জগদ্বাসী জানিতে পারে যে, খোদ মজুদ আছেন। অতএব, যাঁহাদের সত্তা নিশ্চিতভাবে খোদার আদি ও অনাদি বিধান অনুযায়ী চেনার জন্য মাধ্যম রূপে নির্ধারিত হইয়াছে, তাঁহাদের উপর ঈমান আনা তৌহীদের একটি অংশ এবং এই ঈমান ব্যতীত তৌহীদ পরিপূর্ণ হইতে পারে না। কেননা, যে সকল শরীয় নিদর্শন ও অলৌকিক ঘটনা নবী দেখান ও তিনি যে তত্ত্বজ্ঞান পর্যন্ত পৌঁছান তাহা ব্যতীত ঐ নির্ভেজাল তওহীদ লাভ করা সম্ভব নহে, যাহা পরিপূর্ণ বিশ্বাসের স্রোতস্বিনি হইতে সৃষ্টি হয়। তাহারাই একটি সম্প্রদায়, যাঁহারা খোদা প্রদর্শনকারী। তাঁহাদের মাধ্যমে ঐ খোদা প্রকাশিত হন, যাঁহার সত্তা সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর, গুপ্ত হইতে গুপ্ততর এবং অদৃশ্য হইতে অদৃশ্যতম। চিরকাল নবীগণের মাধ্যমেই ঐ গুপ্ত ধনকে সনাক্ত করা হইয়াছে, যাঁহার নাম খোদা। নতুবা যে তওহীদ খোদার নিকট তওহীদ নামে অভিহিত, যাহার উপর পরিপূর্ণরূপে আমলের রঙ চড়ানো আছে, তাহা নবীর মাধ্যম ব্যতীত লাভ করা একদিকে যেমন বিবেক-বুদ্ধির পরিপন্থী, তেমনি অন্যদিকে আল্লাহ্‌র পথের পথিকদের অভিজ্ঞতার পরিপন্থী।

কোন কোন নির্বোধ, যাহারা এই ধারণা পোষণ করে যে,মুক্তির জন্য কেবল তওহীদই যথেষ্ট এভং নবীর উপর ঈমান আনার প্রয়োজন নাই, তাহরা যেন আত্মাকে দেহ হইতে পৃথক করিতে চাহে। এই ধারণা সরাসরি হৃদয়ের অন্ধত্ব হইতে সৃষ্টি হয়। তাঁহাদের মাধ্যম ব্যতীত ইহার সন্ধান পাওয়া দুঃসাধ্য ও অসম্ভব। তাহা হইলে নবীর উপর ঈমান আনা ব্যতীত ইহার সন্ধান কীভাবে পাওয়া যাইতে পারে? নবী তওহীদের মূল শিকড়। তাঁহাদের উপর ঈমান আনার বিষয়টি বাদ দেওয়া হইলে তওহীদ কীভাবে কায়েম থাকিবে? তওহীদের সৃষ্টিকারী, তওহীদের পিতা, তওহীদের ঝরণার উৎস এবং তওহীদের চরম বিকাশস্থল কেবল নবীই হইয়া থাকেন। তাঁহাদের মাধ্যমেই খোদার গোপন চেহারা দৃষ্টিগোচর হয় এবং জানা যায় যে, খোদা আছেন। ব্যাপারটি এই যে, একদিকে এক-অদ্বিতীয় আল্লাহ জাল্লাশানুহ্‌ একেবারেই কাহারো মুখাপেক্ষী নহেন, স্বাধীন এবং তিনি কাহারো হেদায়াত ও গোমরাহীর পরওয়া করেন না, অন্যদিকে তাঁহাকে সনাক্ত করা হউক এবং তাঁহার অনাদি অনন্ত রহমত দ্বারা মানুষ উপকৃত হউক এই তাকিদও তিনি স্বভাবতই দেন। অতএব ঐ সকল হৃদয়ের উপর, যাহারা পৃথিবীর সকল মানুষের হৃদয়ের মধ্য হইতে খোদার ভালবাসা ও নৈকট্য লাভের জন্য নিজেদের মধ্যে পরিপূর্ণ প্রকৃতিগত শক্তি রাখেন এবং মানব জাতির জন্য যাহাদের প্রকৃতিতে পরিপূর্ণ সহানুভূতি বিদ্যমান এবং তাহাদের উপর উক্ত সত্তা আদি ও অনাদি গুণাবলীর জ্যোতিঃ প্রকাশ করেন, এইরূপ বিশেষ ও উচ্চ প্রকৃতির মানুষ যাহাদিগকে অন্য ভাষায় 'নবী' বলা হয়, তাঁহার (খোদার) দিকে আকর্ষিত হইতে থাকে।

এরপর আটের পাতার পর...

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

জরুরী ঘোষণা

জাতীয় ভাষা হিন্দী এবং পাঁচটি প্রাদেশিক ভাষায় বদর পত্রিকার সূচনা।

১৪ ই মার্চ, ২০১৬ তারিখে কাদিয়ানের আহমদীয়া মারকযীয়া লাইব্রেরীতে প্রাদেশিক ভাষায় বদর পত্রিকার সূচনা উপলক্ষ্যে মাননীয় মৌলান ইনাম গৌরী সাহেব, নাযির আলা, কাদিয়ানএর সভাপপতিত্বে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় জালালুদ্দীন সাহেব নাইয়ার, সদর সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া কাদিয়ান। এছাড়াও হাফিয মাখদুম শরীফ সাহেব, সদর আন-নুর ইশায়ত বোর্ড কাদিয়ান, সদর আঞ্জুমানে অন্যান্য নাযির সাহেব গণ ও প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে তিলাওয়াত করেন মাননীয় হাফিয সৈয়্যদ রসুল সাহেব। এরপর ক্বারী নওয়াব সাহেব, ম্যানেজার বদর তাঁর বক্তব্য রাখেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন যে, আজকের দিনটি বড়ই আনন্দের দিন। কেননা আজ আমরা জাতীয় ভাষা হিন্দি ও আরও পাঁটটি প্রাদেশিক ভাষা উড়িয়া, বাংলা, তামিল, তেলেগু ও মালায়ালাম-এ বদর পত্রিকা জারি হওয়ার বিশেষ অনুষ্ঠানে আমরা উপস্থিত হয়েছি। বদর পত্রিকা হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর যুগ থেকে চলে আসছে এবং তিনি (আঃ) এটিকে নিজের দুই বাহু রূপে অভিহিত করেন। এর মাধ্যমে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর বাণী, ইলহাম ও শিক্ষা দ্রুত মানুষের কাছে পৌঁছে যেত। দেশ বিভাজনের পর বদর পত্রিকা অকৃত অবস্থায় পুনরায় শুরু হয়। শিক্ষা, তরবীয়ত ও তবলীগী দিক থেকে বদরের খিদমত দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। খলীফাতুল মসীহ-র খুতবা, ভাষণাদি, মজলিসে ইরফান ও বিভিন্ন নির্দেশাবলী পৌছানোর ক্ষেত্রে এটি জামাতের একমাত্র মুখপাত্র হওয়া ছাড়াও জামাতের সদস্যদের সঙ্গে কেন্দ্রের মধ্যে আদান প্রদানের একটি মাধ্যম ছিল। এটি উর্দু ভাষায় হওয়ার কারণে উর্দু না জানা মানুষরা এটি থেকে বঞ্চিত ছিল। এই কারণে সার্কুলার আকারে এর হিন্দি সংস্করণ প্রকাশ হয়।

হুযুর (আইঃ) জামাতের সদস্যদের কল্যাণার্থে এবং বদরকে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে বদান্যতা প্রকাশ পূর্বক হিন্দির পাশাপাশি ভারতের পাঁচটি প্রাদেশিক ভাষা উড়িয়া, বাংলা, তামিল ,তেলেগু ও মালায়ালাম ভাষাতেও বদর প্রকাশ করার জন্য মঞ্জুরী প্রদান করেছেন। সরকারিভাবে রেজিস্ট্রেশনের কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার পর এখন আল্লাহর ফজলে কাদিয়ান থেকে এই পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। যে কারণে আজকে উদ্বোধন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সকলের কাছে দোয়ার আবেদন রইল যে, যে উদ্দেশ্যে এই পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে সেই উদ্দেশ্য যেন আমরা পূর্ণ করতে পারি এবং হুযুর আনোয়ার (আইঃ)-এর মনস্কামনা অনুসারে আমরা যেন এর থেকে উপকৃত হতে পারি।

এর পর সভাপতি মহাশয় বিশেষ অতিথিকে সমস্ত প্রাদেশিক পত্রিকার একটি নমুনা দিয়ে এগুলিকে প্রদর্শন করেন।

এরপর সদর সাহেব আন-নুর ইশায়ত বোর্ড সংক্ষেপে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'লার অশেষ অনুগ্রহ যে আজকে বদর পত্রিকা সাতটি ভাষায় প্রকাশ হচ্ছে। সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মু'মিনীন (আইঃ) বদরের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনীয়তা এবং উর্দু না জানা ব্যক্তিদের এর থেকে বঞ্চিত থাকার কারণে আঞ্চলিক ভাষায় এটিকে শুরু করার নির্দেশ দেন এবং প্রত্যেক পর্যায়ে দোয়ার সাথে আমাদের পথ-প্রদর্শন করেন।

সবশেষে মাননীয় নাযির সাহেব আলা কাদিয়ান-ও বদরের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের কথা উল্লেখ করে বলেন, আজকের দিনটি আমদের জন্য আনন্দের দিন। এবং এটি একটি ঐতিহাসিক দিন, কেননা, আল্লাহ তা'লা ৭টি ভাষায় বদর পত্রিকা কাদিয়ান থেকে প্রকাশ করার তৌফিক দিয়েছেন। আল্লাহ তা'লা হযরত মসীহ ,মওউদ (আঃ) কে হিদয়াতের প্রসার ও প্রচারকে পূর্ণতা প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি (আঃ) ইসলামের জয়ের জন্য পত্র-পত্রিকা রচনা এবং প্রসারের কাজ নিতান্ত নিঃস্ব অবস্থায় শুরু করেছিলেন। তিনি (আঃ) সেই যুগে কীভাবে একা ও নিঃসঙ্গ ভাবে অহরাত্রি এই কাজে নিমগ্ন থাকতেন এবং নিজেই সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করে লেখাতেন তা স্মরণ রাখার যোগ্য। তিনি (আঃ) প্রুফ রিডিং করানোর পর ছাপা খানায় দিতেন এবং আর্থিক অসঙ্গতি থাকা সত্বেও বিপুল ব্যায় করে এগুলিকে অন্যদের কাছে পৌঁছে দিতেন। আজকে তাঁর কারণেই আমাদের জন্য যাবতীয় সাচ্ছন্দের উপকরণ উপলব্ধ হয়েছে। যে বীজ তিনি (আঃ) বপন করেছিলেন আজ তা সারা বিশ্বে এক মহিরূহে পরিণত হয়েছে।

সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মু'মেনীন (আইঃ) কাদিয়ান ও ভারতের সদস্যদের তরবীয়তের ব্যপারে খুবই চিন্তিত। তিনি এই কারণে আমাদের জন্য রাত-দিন দোয়র মাধ্যমে আমাদের সাহায্য ও পথ-প্রদর্শন করে চলেছেন। এই উদ্দেশ্য পুরণের জন্য তিনি কাদিয়ানে বিভিন্ন ভাষার ডেস্ক স্থাপনা করেছেন। প্রাদেশিক ভাষায় বদর আরম্ভ হয়েছে। আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে তৌফিক দিন আমরা যেন, হুযুর আনোয়ার (আইঃ)-এর উচ্চাভিলাষা ও মনবাঞ্ছা অনুসারে কর্ম সম্পাদন কারী হই। সবশেষে সভাপতি মহাশয় ইজতেমায়ী দোয়া করান।

(সংকলন: কুরায়েশী মহম্মদ ফজলুল্লাহ, নায়েব এডিটর বদর কাদিয়ান)

সাপ্তাহিক বদর পত্রিকার হিন্দি ও অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষায় প্রকাশ

জামাতের সদস্যগণ একথা জেনে অত্যন্ত আনন্দিত হবেন যে, সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ)-এর অনুমতিক্রমে কাদিয়ান দারুল আমান থেকে বদর পত্রিকা ভারতের জাতীয় ভাষা হিন্দি ও আরও পাঁচটি প্রাদেশিক ভাষা উড়িয়া, বাংলা, তামিল, তেলেগু ও মালায়ালাম-এ প্রকাশ হওয়া শুরু হয়েছে যা হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) -এর যুগে যুগে প্রবর্তিত হয়েছিল। এই পত্রিকা ইতিপূর্বে মার্চ, ২০১৪ সাল থেকে সার্কুলার আকারে শুরু হয়েছিল। এখন আল্লাহ তা'লার ফজলে এই সার্কুলারগুলি বদর পত্রিকা নামে উপরোক্ত ভাষাগুলিতে নথিভুক্ত হওয়ার মঞ্জুরি প্রাপ্ত হয়েছে। মঞ্জুরী প্রাপ্তির পর এর প্রথম সংখ্যা ৩রা মার্চ, ২০১৬ তারিখে যথারীতি প্রকাশিত হয়েছে।

এই পত্রিকাগুলিতে নিম্নোক্ত কলাম থাকবে:

দরসে কুরান, দরসে হাদিস, হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর মালফুযাত, হযরত আমীরুল মু'মেনীন (আইঃ)-এর খুতবা জুমা, হুযুর (আইঃ)-এর ভ্রমণের রিপোর্ট, জ্ঞানমূলক ও ধর্মীয় বিষয় সম্বলিত প্রবন্ধ, বিভিন্ন ঘোষণা, জামাতিয় গতিবিধির রিপোর্ট এবং ওসিয়ত সংক্রান্ত ঘোষণাবলী।

সমস্ত জেলা আমীর/স্থানীয় আমীর/ জামাতের সদর/ মুবাল্লিগ ও মুয়াল্লিমগন এবং অঙ্গসংগঠনগুলির জেলা স্তরীয় ও স্থানীয় পদাধিকারগণ ও জামাতের সাধারণ সদস্যদের নিকট আমাদের প্রিয় ইমামের আহ্বানে সাড়া দিয়ে নিজের ভাষায় প্রকাশিত এই ঐতিহাসিক পত্রিকা নিজের নামে চালু করার আবেদন জানাচ্ছি। এবং তার সঙ্গে সমস্ত সদস্যদের নামে এবং তবলীগাধীন অ-আহমদী ও অ-মুসলিম বন্ধুদের নামেও জারি করুন। অনুরূপভাবে লেখার কাজে যাদের আগ্রহ আছে তাদের নিকট আবেদন যে, আপনারা নিজেদের সংক্ষিপ্ত লেখনী প্রকাশ করার জন্য বদর দফতরকে প্রেরণ করুন।

(ক্বারী নওয়াব আহমদ, ম্যানেজার সাপ্তাহিক বদর, কাদিয়ান)

এবং আমরা প্রত্যেক রসুলকেই তাহার জাতির ভাষায় ওহী (করিয়া) পাঠাইয়াছি, এইজন্য যেন সে তাহাদের নিকট (বিষয়াবলী) স্পষ্ট করিয়া বর্ণনা করিতে পারে। অতঃপর আল্লাহ যাহাকে চাহেন পথ-ভ্রষ্ট হইতে দেন এবং যাহাকে চাহেন হেদায়েত দান করেন। বস্তুতঃ তিনি মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়। (সুরা-ইব্রাহিম, আয়াত:৫)

জুমআর খুতবা

পিতা মাতারা অনেক সময় কোন ভুলের কারণে সন্তান সন্ততিদের কঠোরভাবে ভৎর্সনা করে বা খুবই কঠোর হাতে তাদেরকে শাস্তি দেয়। আর অনেকেই সন্তান সন্ততির ভুল-ভ্রান্তিকে এতটাই উপেক্ষা করে যে, সন্তানদের ভালো মন্দের পার্থক্য শক্তি হারিয়ে যায়। এই উভয় নীতিই সন্তান সন্ততির তরবিয়তের ওপর খুবই বিরূপ প্রভাব ফেলে।

তরবিয়তের ক্ষেত্রে বিশেষ করে পিতাদের এই কথাগুলো দৃষ্টিতে রাখা চাই যে, কোথায় নমনীয় হতে হবে, কোথায় কঠোর হতে হবে আর কিভাবে বোঝাতে হবে। এটি পিতাদের দায়িত্ব, তাই শুধু মায়েদের হাতে এটিকে ছেড়ে দেবেন না।

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) এবং তাঁর খলীফাগণের চিত্রের ব্যবহার সম্পর্কে জরুরী সাবধানতা অবলম্বন করার তাকিদ।

নতুন সংযোজনকে (বিদআত) নির্মূল করার জন্যই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এসেছিলেন। একজন আমহদীর উচিত এই সকল নতুন সংযোজনের বিরুদ্ধে জিহাদ করা। জ্ঞানের ক্ষেত্রে কার্পণ্য করা উচিত নয়, এটি ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা উচিত।

অসুস্থ্য এবং রুগ্ন লোকদের ওপর সত্যের প্রভাব খুব দ্রুত পড়ে। তাই ডাক্তারদের উচিত রোগীদেরকে তবলীগ করা। এই ভাবে তারা ধর্মের সেবা করতে পারে।

ইমামের ডাকের মোকাবেলায় ব্যক্তির আওয়াজ-এর কোন গুরুত্বই নেই, যখনই তোমাদের কানে আল্লাহ্‌র রসূলের আওয়াজ পড়ে তাৎক্ষণিকভাবে লাব্বায়েক বল এবং সেটিকে বাস্তবায়নের জন্য অবিলম্বে ধাবিত হও কেননা এতেই তোমাদের উন্নতির রহস্য নিহিত।

সব কাজ খোদার সন্তুষ্টির জন্য করা উচিত, তাঁর নির্দেশের অধিনে থেকে করা উচিত, মানুষকে সন্তুষ্ট করার জন্য নয়।

সিরিয়ার মুকাররম আব্দুন নূর জাবি সাহেবের মৃত্যু। তাঁর সৎগুণাবলীর উল্লেখ এবং জানাযা গায়েব।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক বায়তুল ফুতুহ্ মসজিদ-এ প্রদত্ত ১৮ মার্চ, ২০১৬, এর জুমুআর খুতবা (১৮ আমান,১৩৯৫ হিজরী শামসী)

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّينِ - إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ - صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, পিতা মাতারা অনেক সময় কোন ভুল করলে সন্তান সন্ততিদের কঠোরভাবে ভৎর্সনা করে বা খুবই কঠোর হাতে তাদেরকে শাস্তি দেয়। আর অনেকেই সন্তান-সন্ততির ভুল ভ্রান্তিকে এতটাই উপেক্ষা করে যে, সন্তানদের ভালো মন্দের পার্থক্য শক্তি হারিয়ে যায়। এই উভয় নীতিই সন্তান সন্ততির তরবিয়তের ওপর খুবই বিরূপ প্রভাব ফেলে। অতি কঠোর ব্যবহার, কথায় কথায় বিনা কারণে বা যুক্তি প্রমাণ ছাড়া বাধা দেওয়া বাচ্চাদেরকে বিদ্রোহী করে তোলে আর এরপর বয়সের একটি সীমা পেরিয়ে যাওয়ার পর তারা আর বৈধ কথার প্রতিও ভ্রুক্ষেপ করে না। অনুরূপভাবে সকল বিষয়ে বাচ্চাদের পক্ষপাতিত্ব করাও, যেভাবে আমি বলেছি, তরবিয়তের ওপর খুবই ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে, বিশেষ করে এমন সন্তান সন্ততির ওপর যারা শৈশব পেরিয়ে যৌবনে পদার্পন করছে। পিতামাতার এই আচরণ, বিশেষ করে পিতার এমন আচরণ তাদেরকে নষ্ট করে। সুতরাং এমন বয়সে সন্তান সন্ততিদের বোঝানোর জন্য যুক্তি- প্রমাণের ভিত্তিতে কথা বলা উচিত, বিশেষ করে বর্তমান যুগে যখন কিনা সন্তানদের ওপর কেবল তাদের সীমিত পরিবেশেরই প্রভাব পড়ছে না বরং পুরো দেশ বরং সারা পৃথিবীর পরিবেশ তাদেরকে প্রভাবিত করছে। এমন পরিস্থিতিতে তরবিয়তের ক্ষেত্রে বিশেষ করে পিতাদের এই কথাগুলো দৃষ্টিতে রাখা চাই যে, কোথায় নমনীয় হতে হবে, কোথায় কঠোর হতে হবে আর কিভাবে বোঝাতে হবে। এটি পিতাদের দায়িত্ব, তাই শুধু মায়েদের হাতে এটিকে ছেড়ে দেবেন না।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কিভাবে তরবিয়ত করতেন এ সংক্রান্ত একটি ঘটনা হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন। কোন্ কোন্ জিনিস হালাল বা বৈধ আর কোন কোন জিনিস তৈয়্যব বা পছন্দনীয় তার তফসীর বর্ণনা করছেন তিনি। তিনি বলেন, স্মরণ রাখা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লা বিভিন্ন প্রাণী বিভিন্ন কাজের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন, কোন প্রাণী সৌন্দর্যের জন্য সৃষ্টি করেছেন যাদের দেখতে আকর্ষনীয় মনে হয়, কোন প্রাণীকে কণ্ঠের জন্য যার সুর খুবই উন্নত, কোন প্রাণী খাওয়ার জন্য যার মাংস খুবই সুস্বাদু, কোন প্রাণী ঔষধের জন্য যার মাংসে কোন রোগ সুস্থ করার বৈশিষ্ট্য থাকে। কোন প্রাণী শুধু হালাল হওয়ার কারণেই খাওয়া উচিত নয়। হতে পারে কোন প্রাণীর মাংস স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর নয় কিন্তু তা হয়তো বিভিন্ন ফসল এবং মানুষের মাঝে রোগ জীবাণু সৃষ্টিকারী পোকামাকড় খেয়ে থাকে। তাই কোন কোন পাখি হালাল হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন সরকারের পক্ষ থেকে সেগুলো শিকারের ওপর বিধি-নিষেধ থাকে, পাকিস্তানেও এই বিধি নিষেধ রয়েছে, কেননা সেই সব পাখি ফসলের পক্ষে ক্ষতিকর পোকা মাকড় খেয়ে ফেলে। তিনি বলেন, এই পাখির মাংস হয়তো হালাল হবে আর ভালো বা পছন্দনীয়ও হবে কিন্তু তা সত্ত্বেও এই পোকা মাকড় খাওয়ার কারণে মানব জাতির সার্বজনীন কল্যাণের নিরীখে এর মাংস তৈয়্যব থাকবে না বা খাওয়া ভালো হবে না। নিঃসন্দেহে তা হালালও এবং তৈয়্যবও কিন্তু তারপরও দেখার বিষয় হলো অধিক কল্যাণ কোথায় নিহিত। নিজের লাভের জন্য মানব জাতির ক্ষতি করা উচিত নাকি নিজ লাভের ওপর মানব জাতির কল্যাণকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত কেননা এসব প্রাণী খেয়ে ফেললে মানুষ অন্য অনেক কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, শৈশবেই আমাকে এসব কথা শিখানো হয়েছে। শৈশবে একদিন আমি একটি টিয়া পাখি শিকার করে ঘরে নিয়ে আসি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সেটি দেখে বলেন যে, মাহমুদ! এর মাংস হারাম বা অবৈধ নয় ঠিকই কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা সব প্রাণী খাওয়ার জন্য সৃষ্টি করেননি, কিছু সুন্দর প্রাণীকে তিনি দেখার সৌন্দর্য্যের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন যেন সেগুলো দেখে চোখ প্রশান্ত হয়। অনেক প্রাণীকে আল্লাহ্ তা'লা সুন্দর সুর বা কণ্ঠ দিয়েছেন যেন তাদের

আওয়াজ শুনে শ্রবণ ইন্দ্রীয় প্রশান্তি বোধ করে। সুতরাং আল্লাহ্ তা'লা মানুষের প্রতিটি ইন্দ্রীয় বা অনুভূতির জন্য নিয়ামতরাজি সৃষ্টি করেছেন। সেই সব কিছু ছিনিয়ে নিয়ে কেবল রসনাবৃত্তি চরিতার্থ করলেই চলবে না। অর্থাৎ শুধু জিহ্বার স্বাদ মিটানোর জন্য সব প্রাণী হত্যা করে মাংস খাওয়া আবশ্যক নয় বরং এর অন্যান্য উপকারিতাকেও গুরুত্ব দেওয়া উচিত। শুধু খাওয়ার স্বাদ নিলেই চলবে না। তিনি বলেন যে, দেখ এই তোতা কত সুন্দর প্রাণী, (অর্থাৎ হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-কে বলেন যে, দেখ এই তোতা কত সুন্দর প্রাণী) গাছের ডালে বসে থাকা অবস্থায় দর্শকের কাছে তাকে কতই না আকর্ষনীয় মনে হবে।

(তফসীরে কবীর, ৪র্থ খণ্ড,পৃষ্ঠা-২৬৩)

সুতরাং তরবীয়তের এই সুন্দর রীতি কেবল হৃদয়কেই বিমোহিত করে না বরং খোদার এই নির্দেশকেও হৃদয়ঙ্গম করায় যে, হালাল বা তৈয়্যব বস্তু খাও কিন্তু সে ক্ষেত্রেও সাবধানতা থাকা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা হালাল এবং তৈয়্যবের নির্দেশ দিয়েছেন কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে তৈয়্যবের সংজ্ঞা বদলে যায়। সুতরাং যে সব প্রাণী বা পাখি অন্যান্য কল্যাণকর কাজে লাগে বা যা অন্যত্র উপকারি সেগুলোর কতক হালাল বা বৈধ হওয়া সত্ত্বেও খাওয়া তৈয়্যব নয় বা খাওয়া পছন্দনীয় নয় কেননা সেগুলোর মাংস খাওয়ার চেয়ে অন্যত্র সেগুলো বেশি উপকারি।

এখন হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণিত আরও কিছু ঘটনা উপস্থাপন করছি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) পৃথিবী থেকে বিদআত বা ধর্মের শ্বাসত শিক্ষার সাথে যে নতুন সংযোজন হয়েছে সেগুলো দূর করা এবং ইসলামের সুন্দর শিক্ষা দেখাতে এসেছেন। সুতরাং যেখানে এটি তাঁর মিশন বা উদ্দেশ্য সেখানে তাঁর পবিত্র সত্তা কিভাবে কোন প্রকার বিদআত ছড়ানোর কারণ হতে পারে? নাঊযুবিল্লাহ্।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) একটি ঘটনা বর্ণনা করেন যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজের ছবি তুলেছেন বা উঠিয়েছেন। কিন্তু তাঁর সমীপে যখন একটি কার্ড উপস্থাপন করা হয় যাতে তাঁর ছবি ছিল, একটি পোস্ট কার্ড ছিল এটি, তখন তিনি বলেন, এর অনুমতি দেওয়া যেতে পারে না, আর জামাতকে নির্দেশ দেন যে, কোন ব্যক্তি যেন এমন কার্ড ক্রয় না করে। এর ফলে পরবর্তীতে আর কেউ এমনটি করার ধৃষ্টতা দেখায়নি।

(খুতবাতে মাহমুদ, ১৪ তম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২১৪ থেকে সংকলিত)

কিন্তু আজকাল পুনরায় কোন কোন স্থানে কোন টুইটস্-এ বা হোয়াট্স্ এ্যাপ-এ আমি দেখেছি যে, মানুষ পুরোনো কার্ড কোন স্থান সংগ্রহ করে ছড়াচ্ছে যা হয়তো বা কোন যুগের কার্ড বের করে যা নিজেদের প্রবীনদের কাছ থেকে নিয়ে থাকবে বা কোন পুরোনো বই পুস্তকের দোকান থেকে কেউ ক্রয় করে থাকবে। তো এটি একটি ভ্রান্ত রীতি যা বন্ধ হওয়া উচিত। তিনি (আ.) ছবি উঠিয়েছেন বা ছবি তুলেছেন যেন দূর দুরান্তের লোকেরা বিশেষ করে ইউরোপিয়ান মানুষ যারা চেহারা দেখে চিনতে পারে তারা যেন তার ছবি দেখে সত্য সন্ধানে আগ্রহী হয়, এই উদ্দেশ্যে তিনি ছবি উঠিয়েছেন। কিন্তু যখন তিনি দেখেন যে, কার্ডে ছবি ছাপিয়ে মানুষ সেটিকে ব্যবসার মাধ্যম বানানোর চেষ্টা করছে বা বানিয়ে নিয়েছে এবং যখন তাঁর এই আশঙ্কা হলো যে, এর ফলে কোথাও আবার মানুষ এটিকে বিদআত হিসেবে অবলম্বন না করে বসে তখন তিনি কঠোরভাবে এতে বাধা দেন। আর কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি এটিও বলেন যে, এগুলো নষ্ট করিয়ে দেওয়া হোক। সুতরাং কিছু মানুষ যারা ছবির ব্যবসা করে বা ছবিকে ব্যবসার মাধ্যমে হিসেবে নিয়েছে আর যারা অনেক মূল্য আদায় করে তাদের এদিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত। এছাড়া কিছু এমনও আছে যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ছবিতে রঙিন ইফেক্ট দেওয়ার চেষ্টা করে অথচ মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কোন রঙিন ছবি নেই। এটি সম্পূর্ণ অনুচিত কাজ, এটি থেকে বিরত থাকা উচিত। এছাড়া খলীফাদের ছবিরও অনেক অপব্যবহার রয়েছে, তা থেকেও বিরত থাকা উচিত।

একবার এক শূরায় হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর সামনে সিনেমা বা চলচ্চিত্র এবং বায়োস্কোপ সম্পর্কে বিতর্ক আরম্ভ হয়। তখন তিনি বলেন, "এ কথা বলা যে, সিনেমা এবং বায়োস্কোপ এবং ফোনোগ্রাফ বস্তুটিই মন্দ, এটি সঠিক নয়। স্বয়ং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ফোনোগ্রাফ শুনেছেন এবং এর জন্য তিনি নিজে একটি কবিতা লিখেছেন এবং পড়িয়েছেন। এখানকার হিন্দুদের ডেকে তিনি সেই নযম শুনিয়েছেন। সেই নযমের একটি পঙক্তি হলো, 'আওয়াজ আ রাহী হ্যা ইয়ে ফোনোগ্রাফ সে (ফোনোগ্রাফ থেকে এই আওয়াজ আসছে) ঢুনডো খুদা কো দিল সে না লাফ ও গুযাফ সে (খোদা তা'লাকে কেবল বুলি বা দাবি সর্বস্ব নয় বরং আন্তরিকভাবে সন্ধান কর)।

সুতরাং সিনেমা বা চলচ্চিত্র মাত্রই অপছন্দনীয় নয়। (অনেকে প্রশ্ন করে যে, সেখানে যাওয়া অর্থাৎ সিনেমায় যাওয়া পাপ নয় তো? এটি মন্দ নয় তো?) বরং এই যুগে এর যে বিভিন্ন রূপ আছে সেগুলো অপছন্দনীয়। কোন চলচ্চিত্র যা সম্পূর্ণভাবে তবলীগি এবং শিক্ষামূলক হয়, যাতে তামাশা বা নাটকীয়তার কোন দিক না থাকে তাতে কোন অসুবিধা নেই।" হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন যে, "আমার মতামতও এটিই। তবলীগের ক্ষেত্রেও নাটকীয়তা অবৈধ।"

(রিপোর্ট মজলিস মুশাবিরাত, ১৯৩৯ সাল, পৃষ্ঠা-৮৬)

এই দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের সামনেও এটি স্পষ্ট হওয়া উচিত, যারা বলে যে, কোন সময় যদি এম.টি এ-এর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মিউযিক বা সংগীত অন্তর্ভুক্ত করা হয় বা ভয়েস অব ইসলাম যে রেডিও আরম্ভ হয়েছে তাতেও যদি মিউযিক বা সংগীত অন্তর্ভুক্ত হয় তাহলে কোন অসুবিধা নেই। (কিন্তু স্মরণ রাখা দরকার) এসব কথা এবং এসব নতুন সংযোজনকে নির্মূল করার জন্যই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এসেছিলেন। তাঁর (আ.) যে লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য রয়েছে আমাদের চিন্তাধারার প্রবাহ তার অনুকূলে প্রবাহিত হওয়া উচিত। নিত্য নতুন আবিষ্কারাদিকে কাজে লাগানো নিষিদ্ধ বা অবৈধ নয় আর এটি বিদআতও নয় কিন্তু এসবের অনুচিত ব্যবহারই এসবকে বিদআতে পর্যবসিত করে। অনেকে এই প্রস্তাবও দেয় যে, তবলীগি এবং তরবিয়তি অনুষ্ঠান সমূহ যদি নাটক হিসেবে প্রণীত হয় তাহলে তার ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। তাদেরও স্মরণ রাখতে হবে যে, আপনারা যদি এসব অনুচিত এবং ভ্রান্ত কাজে প্রবেশ করেন বা অনুষ্ঠান মালায় যদি এসব অন্তর্ভুক্ত করেন তাহলে কিছুকাল পর শত প্রকার বিদআত নিজেই অনুষ্ঠান মালায় অনুপ্রবেশ করবে। অ-আহমদীদের দৃষ্টিতে হয়তো কুরআন শরীফও মিউযিকের সাথে পড়া বৈধ হতে পারে কিন্তু একজন আহমদীকে বিদআত বা নিত্য নতুন সংযোজনের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে হবে। তাই আমাদের এসব এড়িয়ে চলা উচিত এবং এগুলোকে এড়িয়ে চলার অনেক বেশি চেষ্টা করা উচিত।

এক অ-আহমদী পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখেছে যা একটি কৌতুকও বটে এবং মৌলভী সাহেবের অজ্ঞতাও এর মাধ্যমে প্রকাশ পায় আর একই সাথে এদের চিন্তাধারার স্বরূপও স্পষ্ট হয় যে, এরা এসব বিষয়কেও বৈধ মনে করে। লেখক লিখছেন যে, এক জায়গায় এক আরব গায়িকা আরবী গান গাইছিল। সেই মৌলভী সাহেবকেও সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি খুবই আত্মবিভোরতার সাথে তা শুনছিলেন আর একই সাথে সুবহানাল্লাহ, মাশাআল্লাহ্ এবং আল্লাহুআকবরও পড়ে চলেছেন। একজন তাকে জিজ্ঞেস করে যে, মৌলভী সাহেব! আপনি এত আনন্দিত আর উত্তেজিত কেন? তিনি বলেন যে, তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না যে, সে কত সুললিত কণ্ঠে কুরআন শরীফ পড়ছে? সেই গান যেহেতু আরবী ভাষায় ছিল তাই তিনি তা কুরআন মনে করে বসেছেন। অতএব বিদআতের প্রসার ঘটলে এভাবে মানুষের চিন্তাধারারও বিকৃতি ঘটে।

এক জায়গায় ডাক্তারদের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেন যে, "বিশেষ করে ভারতে ডাক্তাররা রোগীর চিকিৎসা করার সময় মনে করে যে, আমাদের রোগীদের চিকিৎসার কাজ আমরাই সারতে পারি, অন্য কাউকে দেখানোর প্রয়োজন নেই। আর তারা মনে করে যে, কোন পরামর্শ নেওয়ার প্রয়োজন নেই।" এই বিষয়টির ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে তিনি বলেন যে, "ভারতীয় ডাক্তারদের শতকরা ৯৯ ভাগই এমন যারা অন্যের সাথে পরামর্শ করাকে অসম্মানের কারণ মনে করে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ডাক্তার হাশমতউল্লাহ্ সাহেব (যিনি তার ব্যক্তিগত চিকিৎসক ছিলেন) অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে অন্য সব সহকারী সার্জনদের চেয়ে উত্তম ছিলেন কিন্তু তাসত্ত্বেও এর অর্থ এটি নয় যে, তার পরামর্শ নেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই।

তিনি বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এরও এই রীতি ছিল আর আমারও এই একই রীতি যে, ১৯১৮ সনে যখন আমি অসুস্থ্য হই তখন ডাক্তার এবং কবিরাজদের একত্রিত করি, ডাক্তারদের ঔষুধও খেতাম আর কবিরাজদেরও কেননা জানা নেই যে, কার দ্বারা আমরা উপকৃত হব। কোন ডাক্তার নিজেকে খোদা মনে করলে করতে পারে কিন্তু আমরা তো তাকে মানুষই মনে করি।"

(খুতবাতে মাহমুদ, ১৪ তম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১২৯)

আজকালও কোন কোন ডাক্তার অন্যের চিকিৎসা নিলে অভিমান করে। এটি খুবই ভ্রান্ত একটি রীতি। অনেক সময় সাধারণ গুল্ম লতা বা ভেষজ

চিকিৎসা যারা করে তারা রীতিমত কবিরাজও হয় না কিন্তু তাদের হাতে কিছু ব্যবস্থাপত্র আসে আর তারা মানুষের চিকিৎসা করে এবং তারা রোগীর খুবই উন্নত চিকিৎসা করে থাকে। যেখানে অনেক সময় ডাক্তাররাও ব্যর্থ হয় আর কোন চিকিৎসা যেখানে কাজে আসে না সেখানে তাদের এই চিকিৎসা, এই গুল্ম লতা বা কবিরাজি ঔষধ কাজে লাগে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, "সৈয়্যদ আহমদ নূর কাবলী সাহেবের নাকে ক্ষত ছিল। তিনি অনেক জায়গায় চিকিৎসা করিয়েছেন, লাহোরের মিউ হাসপাতালেও গিয়েছেন, এক্সরে করিয়ে দেখেছেন যে, কারণ কি এবং চিকিৎসা নিয়েছেন কিন্তু ক্ষত ক্রমশঃ দুরারোগ্য হয়ে উঠে। অবশেষে তিনি পেশাওয়ার যান এবং সেখানে এক নাপিতের চিকিৎসা গ্রহণ করেন। সেই ব্যক্তি শুধু তিন দিন ঔষধ ব্যবহার করিয়েছে আর ক্ষত ভালো হয়ে যায়। তিনি বলেন, এমন দক্ষ এবং কুশলীরা রয়েছে যারা এমন এমন বিষয় জানে যে, এগুলোকে যদি জীবিত রাখা হয় তাহলে এসব থেকে অনেক নতুন পেশার সূচনা হতে পারে। জীবিত রাখার অর্থ হলো, এ ক্ষেত্রে যেন গবেষণা করা হয় বা গবেষণা অব্যাহত রাখা হয় আর তাদেরকে যেন শেখানো হয় যে, এই ব্যবস্থাপত্র তাদের পরবর্তী প্রজন্মেও চলমান রাখা উচিত। কিন্তু তৃতীয় বিশ্বে যা হয় তাহলো যারা এর জ্ঞান রাখে তারা এসবকে জীবিত রাখার চেষ্টা করে না বা অন্যকে জানানো পছন্দ করে না, তাই এ ক্ষেত্রে উন্নতি করে না। এই দিকে যদি মানুষের মনোযোগ থাকে তাহলে এসব থেকে আরও অনেক নিত্য নতুন জ্ঞানের শাখা সামনে আসতে পারে। তিনি বলেন, যেমন পাহলোয়ান এবং নাপিত হাড় ঠিক করতে পারে। এর ফলে পুরোনো ব্যাথা এবং হাড়ের বাঁক দূর করা যেতে পারে। অনেকেই এ ক্ষেত্রে অনেক দক্ষ রয়েছে। আবার অনেকেই দক্ষ সাজে আর সঠিক হাড়ও কেউ ভেঙ্গে ফেলে কিন্তু অনেকেই আছে যারা খুবই দক্ষ। সুতরাং এই জ্ঞান অর্জন করে জ্ঞানের বিস্তার ঘটানোর চেষ্টা করা উচিত। তিনি বলেন, অতীতে মানুষ এসব পেশা বা এসব জ্ঞান প্রকাশ করার ক্ষেত্রে খুবই কার্পন্য করতো আর কেউ কাউকে বলতো না, এ কারণেই কালের প্রবাহে তা হারিয়ে গেছে। অনেকের অনেক পুরোনো জ্ঞান বা বিভিন্ন রোগের ব্যবস্থাপত্র জানা ছিল কিন্তু তারা কাউকে তা বলতো না তাই কালের প্রবাহে তা হারিয়ে গেছে। ইউরোপিয়ানরা এমন করে না, তারা তাদের জ্ঞানের প্রসার করে। আর এর ফলে তাদের আয় উপার্জনও বেশি হয়। (কিছু ঔষধ প্যাটেন্ট হয়ে থাকে অর্থাৎ কিছু কোম্পানির নিজস্ব সত্ত্ব থেকে থাকে আর কিছুদিন পর তারা সেই সত্ত্ব প্রত্যাহার করে।)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন যে, এক নাপিত ছিল যে এমন মলম বানানো জানতো যা ব্যবহারে অনেক বড় বড় পুরোনো ক্ষত, দুরারোগ্য ক্ষত ঠিক হয়ে যেত। মানুষ দূর দুরান্ত থেকে তার কাছে চিকিৎসার জন্য আসতো। তার ছেলে তার কাছে ব্যবস্থাপত্রের কথা জিজ্ঞেস করলে সে বলতো যে, এই বিষয়ে অবগত ব্যক্তি পৃথিবীতে দু'জন হওয়া উচিত নয়। সুতরাং এটি আমার কাছে আছে, এখানেই থাকবে। সে নিজ ছেলেকেও তা বলেনি। অবশেষে সে বৃদ্ধ হয়ে যায় এবং মারাত্মকভাবে অসুস্থ্য হয়ে পড়ে। তার পুত্র তাকে বলে যে, এখন তো আমাকে জানিয়ে দিন কেননা জীবনের কোন ভরসা নেই। সে বলে যে, ঠিক আছে তুমি যদি মনে কর যে, আমি মারা যাচ্ছি তাহলে আস তোমাকে বলছি। কিন্তু এরপর সে বলে যে, আমি হয়তো সুস্থ্য হয়ে উঠব বা আমি সুস্থ্য হয়ে উঠতে পারি তাই সে আর ছেলেকে জানায়নি। এর কয়েক ঘন্টা পরই সে ইহধাম ত্যাগ করে। তার ছেলের আর জানা হলো না এবং সেই জ্ঞান তার অজানাই থেকে গেল। তার ধারণা ছিল যে, আমি অবগত হব কিন্তু পিতার হঠকারিতার কারণে বেচারা অজ্ঞই থেকে গেল। তার পিতাও তার কোন কাজে আসেনি আর তার জ্ঞানও তার কোন কাজে আসলো না। তিনি বলেন, কার্পন্য উন্নতির নয় বরং লাঞ্ছনা এবং গঞ্জনার কারণ হয়। তাই এমন বিষয়ে অর্থাৎ জ্ঞানের ক্ষেত্রে কার্পন্য করা উচিত নয়, জ্ঞানের প্রসার এবং বিস্তারের চেষ্টা থাকা চাই। তিনি বলেন, অনেক সময় এটি (অর্থাৎ এই কার্পন্য) প্রজন্মকে ধ্বংস করে ফেলে। তাই এসব পেশা এবং উপজীব্য সম্পর্কে শিখানো কল্যাণকর হয়ে থাকে, এর ফলে জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। আমি মনে করি হারিয়ে যাওয়া এসব উপজীব্য বা প্রফেশন সম্পর্কে বিশেষভাবে গবেষণা হওয়া উচিত।"

(দৈনিক আলফযল, ২৯শে এপ্রিল, ১৯৩৯)

সুতরাং ডাক্তাররা কোন কোন ক্ষেত্রে অহংকার করে আর এই অহংকারের কারণে তারা অন্যের দুঃখ কষ্টের কারণ হয়। আর কোন কোন ক্ষেত্রে অজ্ঞতা জ্ঞানের অবসান ঘটায় আর পৃথিবী একটি কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। তো অনুন্নত বা উন্নয়নশীল বিশ্বে এটি একটি সাধারণ বা সার্বজনীন সমস্যা। জামাতে আহমদীয়াকে সেখানে এই বিষয়ের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে যেন এই অজ্ঞতা দুরীভূত করা সম্ভব হয়।

মানুষের প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। কেউ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার ক্ষেত্রে অগ্রগামী থাকে আর সবকিছু স্বতস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করে। আবার অনেকেই হয়ে থাকে ত্বরা পরায়ণ। দুরাভিসন্ধি না থাকলেও তারা আপত্তি করে বসে বা এমনভাবে কথা বলে যাতে আপত্তির দিক থাকে। এমন লোকদের কথা বলতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এক জায়গায় বলেন যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে একবার এমনই ভিন্ন প্রকৃতির দুই ব্যক্তি এক জায়গায় একত্রিত হয়। ১৯০৫ সনের ৪ঠা এপ্রিলে যে ভয়াবহ ভূমিকম্প আসে তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি ভূমিকম্প সম্পর্কে অগণিত ইলহাম হয়। বহু ইলহাম হয় যে, ভূমিকম্প আসবে। তিনি খোদার বাণীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে গিয়ে বাগানে আশ্রয় নেন। কতক নির্বোধ তখনও বলে বসতো যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) প্লেগের ভয়ে বাগানে আশ্রয় নিয়েছেন। সেই যুগে প্লেগেরও প্রাদুর্ভাব হয়েছিল আর ভূমিকম্পও হচ্ছিল। তারা বলে যে, তিনি প্লেগের ভয়ে বাগানে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আশ্চর্যের বিষয় হলো আমি কিছু আহমদীর মুখেও এ কথা শুনেছি অথচ প্লেগের ভয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কখনও তাঁর ঘর পরিত্যাগ করেননি। তখন যেহেতু ভূমিকম্প সম্পর্কে তাঁর প্রতি একের পর এক ইলহাম হচ্ছিল তাই তিনি কিছুক্ষণ বাগানে অবস্থান করা যুক্তিযুক্ত মনে করেন আর অন্যান্য বন্ধুদেরও সেখানে আশ্রয় নেওয়ার ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করেন। সময় যেহেতু স্বল্প ছিল তাই কিছু মানুষ তাবুর ব্যবস্থা করে, আর কিছু মানুষ ইটের ওপর চাটাই বিছিয়ে ঝুপড়ি বানিয়ে নেয়"। আর তিনি সবাইকে সাথে রাখেন। (খুতবাতে মাহমুদ, ১৪তম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১১৩-১১৪) তাই ত্বরাপরায়ণ প্রকৃতির মানুষ অনেক সময় চিন্তা ভাবনা না করেই আপত্তিকর কথা বলে বসে। এটি থেকে বন্ধুদের দূরে থাকা উচিত।

খুতবা ইলহামিয়া চলাকালে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে যেভাবে দেখেছেন তা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন যে, তিনি (আ.)-কে আল্লাহ্ তা'লা আরবী ভাষায় ঈদের খুতবা প্রদানের নির্দেশ দেন, এবং বলেন যে তাঁকে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে জ্ঞান দেওয়া হবে। তিনি ইতোপূর্বে কখনও আরবী ভাষায় বক্তৃতা করেননি কিন্তু তিনি যখন বক্তৃতা করার জন্য দন্ডায়মান হন আর বক্তৃতা আরম্ভ করেন, আমার খুব ভালোভাবে স্মরণ আছে, যদিও বয়স কম হওয়ার কারণে আমি আরবী বুঝতে পারতাম না কিন্তু তাঁর এমন সুন্দর এবং জ্যোতির্মন্ডিত অবস্থা বিরাজ করছিল যে, আমি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বক্তৃতা শুনতে থাকি অথচ একটি শব্দ বোঝাও আমার জন্য সম্ভব ছিল না।

(হাকীকাতুর রোইয়া, আনোয়ারুল উলুম, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৮৭-১৮৮)

কাদিয়ানে মসজিদ মুবারক-এর গুরুত্বের উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ) এই ঘটনাটি বর্ণনা করেন যার সম্পর্কে আল ফযল পত্রিকায় একটি রিপোর্টে এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় যে " অনেকে বলে,খুতবা ইলহামিয়াতে মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর যে ইশতেহার রয়েছে তা থেকে মসজিদে মুবারক কোনটি তা স্পষ্ট হয় না। (অর্থাৎ মুসলেহ্ মওউদকে মানুষ এই প্রশ্ন করে) তখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) খুতবা ইলহামিয়া আনিয়ে সেই ইশতেহার পাঠ করেন আর বুঝান যে, এখানে এই মসজিদের কথাই বোঝানো হয়েছে যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজে নির্মাণ করিয়েছেন আর নিম্ন লিখিত রেওয়ায়েত তিনি বর্ণনা করেন। একবার হযরত উম্মুল মু'মিনীন অসুস্থ্য হয়ে পড়েন, প্রায় ৪০ দিন তিনি অসুস্থ্য ছিলেন। একদিন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন যে, এ মসজিদ সম্পর্কে ইলহাম রয়েছে। প্রকৃত ইলহামটি এ ধরণের, مُبارِکٌ وَمُبارَکٌ وَکُلُّ اَمرٍ مُبارَکٍ یُجعَلُ فِیهِ তিনি বলেন যে, এটি আল্লাহ্ তা'লার ইলহাম, এটি যেহেতু এ মসজিদ সংক্রান্ত ইলহাম, তাই চল এই মসজিদে গিয়ে তোমাকে ঔষধ দিই। (হযরত আম্মাজানকে হযরত মসীহ্ মওউদ মসজিদে গিয়ে ঔষধ খাওয়ানোর ব্যবস্থা করেন) মসজিদে এসে ঔষধ খাওয়ান আর দুই ঘন্টার ভেতর হযরত উম্মুল মু'মিনীন সুস্থ্য হয়ে উঠেন।"

(দৈনিক আল-ফযল, ১৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯২১)

ডাক্তারদের ধর্ম সেবার দায়িত্ব পালন করা উচিত। এই উদ্দেশ্যে চেষ্টা থাকা উচিত। এই বিষয়ে নসীহত করতে গিয়ে বলেন যে, "অসুস্থ্য এবং রুগ্ন লোকদের ওপর সত্যের প্রভাব খুব দ্রুত পড়ে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে এক ডাক্তার জিজ্ঞেস করেন যে, আমি কি সেবা করতে পারি ধর্মের, ধর্মের কোন খেদমত করব? তিনি (আ.) বলেন যে, আপনি অসুস্থ্য লোকদের তবলীগ করুন। অসুস্থ্য লোকদের হৃদয় যেহেতু খুবই কমল হয়ে থাকে তাই

এটি ভালো একটা সুযোগ।”

(আনোয়ারুল উলুম, ১৩ তম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৩৮)

অতএব, বর্তমান যুগের ডাক্তারদের মাথায় এই চিন্তা-চেতনাই থাকা উচিত। আর এ কথা মেনে চললে জাগতিক আয়-উপার্জনের পাশাপাশি ধর্ম সেবার সুযোগ পেয়ে তা খোদার কৃপাভাজনও করবে।

আজকাল প্রাশ্চাত্যে পর্দার প্রশ্নটি নারী অধিকারের নামে বড় জোরালো ভাবে বা সন্ত্রাসকে নির্মূল করার নামে ফলাও করে প্রচার করা হয় বা বিনা কারণে ইসলামের ওপর আপত্তি করার জন্য তা উঠানো হয়। আল্লাহ্ তা'লা কুরআন শরীফে এর বিভিন্ন দিক এবং আঙ্গিক তুলে ধরেছেন যে, কেমন পর্দা করা উচিত, কোন পরিস্থিতিতে। নারীদের সৌন্দর্য প্রকাশ পাওয়া সম্পর্কে কুরআন বলে যে, “ইল্লা মা জাহারা মিন হা” (সুরা নূর, আয়াত:৩২) অর্থাৎ 'যে সৌন্দর্য নিজ থেকেই প্রকাশ পেয়ে যায়' এই অংশের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আর এই প্রেক্ষাপটে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যে তফসির রয়েছে তা তুলে ধরতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ বলেন যে, “ইল্লা মা জাহারা মিনহা” এর অর্থ হল দেহের সেই অংশ যা এমনিতেই প্রকাশ পায়, আর যা কোন বাধ্যবাধকতার কারণে গোপন করা না যায়, সেই বাধ্যবাধকতা গঠনগত হতে পারে। (এটি দৈহিক গঠনের কথা বলা হচ্ছে) যেমন মানুষের উচ্চতা। এটি এক প্রকার সৌন্দর্য যা গোপন করা অসম্ভব, তা প্রকাশে শরীয়ত বারণ করে না বা রোগ ব্যাধির দৃষ্টিকোণ থেকেও হতে পারে অর্থাৎ চিকিৎসার জন্য শরীরের কোন অঙ্গ বা অংশ ডাক্তারকে দেখাতে হয় (তবে কুরআনী শিক্ষা অনুসারে প্রকাশ করা বৈধ) বরং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ কথাও বলতেন যে, ডাক্তার হয় তো কোন মহিলা সম্পর্কে এটিও প্রস্তাব করতে পারে যে, সে যেন মুখ না ঢাকে, যদি চেহারা আবৃত করে তার সাস্থ্যের ক্ষতি হতে পারে। আর ডাক্তার তাকে বাইরে ঘুরা ফেরার নির্দেশও দিতে পারে। (অর্থাৎ ডাক্তার রুগীকে বলতে পারে যে তোমার চেহারা ঢেকে রেখো না আর তুমি বাইরে চলাফেরা কর নচেৎ তোমার সাস্থ্যের ক্ষতি হবে।) এমন পরিস্থিতে সেই মহিলা যদি মুখ খোলা রেখে চলাফেরা করে তা তার জন্য বৈধ বরং কোন কোন ফেকাহ বিদদের মতে যদি একজন নারী অন্ত:সত্ত্বা হন ভালো মহিলা দাঈ পাওয়া না যায় আর ডাক্তার বলে যে, যদি কোন ডাক্তারের সাহায্য ছাড়া বাচ্চার জন্ম হয় তাহলে তার জীবন সঙ্কটের মুখে পড়তে পারে এমন মহিলা যদি কোন পুরুষের সাহায্য নেয় প্রসবের সময়, এটিও বৈধ হবে বরং কোন মহিলা পুরুষ ডাক্তারের সাহায্য না নিয়ে প্রসবের সময় মারা যায় তাহলে আল্লাহ্‌র দরবারে সে আত্মহত্যাকারী ব্যক্তির মতই পাপী গণ্য হবে। আর কাজের ক্ষেত্রেও বাধ্যবাধকতা থাকতে পারে। যেমন আমি কৃষকদের দৃষ্টান্ত দিয়েছি যে, মহিলারা যদি কাজ না করে বা কাজে যদি পুরুষদের সাহায্য না করে তাদের জীবিকাই নির্বাহ হতে পারে না এ সব কিছুই 'ইল্লা মা জাহারা মিনহা'-র অন্তর্ভূক্ত।”

(তফসীরে কবীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৯৯)

সুতরাং ইসলাম স্বাধীনতাও নিশ্চিত করেছে আবার বিধি-নিষেধও আরোপ করেছে, লাগামহীন স্বাধীনতা দেয়নি, কিছু বাধ্যবাধকতার কারণে পর্দাকে শিথিল করার বা পর্দার মান কিছুটা শিথিল করার অনুমতি আছে। কিন্তু একই সাথে বিনা কারণে অবৈধভাবে ইসলামী নির্দেশকে পদদলিত করতে বারণ করেছে, স্বাধীনতার নামে ইসলামে নির্লজ্জতার কোন সুযোগ নেই।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ধর্মীয় জ্ঞান এবং ব্যুৎপত্তির কথা উল্লেখ করকে গিয়ে মুসলেহ্ মওউদ বলেন যে, ইসলামী মাসলা মাসায়েলের ভিত্তি হল ধর্ম সম্পর্কে চিন্তা এবং ধর্মীয় ব্যুৎপত্তি অর্জন। এগুলোর ভিতর গভীর প্রজ্ঞা অন্তর্নিহিত থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ এটি না বুঝবে প্রতারিত হয়ে ভ্রষ্টতার স্বীকার হয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একবার কোন মজলিস বা বৈঠকে বলেন যে, মানুষ যদি তাকওয়ার দাবি সমূহ মেনে চলে তাহলে সে শত বিয়েও করতে পারে। এই কথাটি জামাতের একটি পত্রিকায় ছেপে যায় এরপর কানাঘোষা আরম্ভ হয় যে, মনে হয় যেন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এটিই মনে করেন যে, চারটি বিয়ের বিধি-নিষেধ নেই। (পুরুষেরা এটি শুনে হয়তো খুবই আনন্দিত হবেন, যে চারের কোন বিধিনিষেধ নেই)। কেউ যত ইচ্ছা বিয়ে করতে পারে। হযরত মীর নাসের নওয়াব মরহুম সাহেব এই বিতর্ক এবং বিতণ্ডা যা বাইরে চলছিল মসীহ্ মওউদের কর্ণগোচর করেন এবং জিজ্ঞেস করেন যে, আপনার একথা বলার পিছনে উদ্দেশ্য কি ছিল? মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন যে, আমার কথা বলার উদ্দেশ্য হল যদি এক স্ত্রী মারা যায় বা কোন কারণে যদি তালাক দিতে হয় মানুষ তার স্থলেও আরেকটি বিয়ে করতে পারে, এভাবে একশত বিয়েও করা যেতে পারে। এর মাধ্যমে তিনি সেই দৃষ্টিভঙ্গী খণ্ডন করেন যা কিছু ধর্ম উপস্থাপন করে। (এই কথাটি অন্য প্রেক্ষাপটে হচ্ছিল, কেউ কেউ বলে যে, হুযূর সিদ্ধান্ত দিয়ে দিয়েছেন। তারা প্রসঙ্গ না দেখেই মতামত ব্যক্ত করে। তারা দেখে না যে হুযুর যে কথাটি ব্যক্ত করেছেন তার কারণ কী?) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই দৃষ্টিভঙ্গি খণ্ডন করেন যে, যা কোন কোন ধর্ম উপস্থাপন করে অর্থাৎ সারা জীবন মানুষের দ্বিতীয় বিয়ে করা উচিত নয়, (স্ত্রী মারা যাক বা তালাকই হোক না কেন, বিশেষ করে যখন স্ত্রী মারা যায় তখন আর দ্বিতীয় বিয়ে করা যাবে না। এই দৃষ্টিভঙ্গির তিনি খণ্ডন করেন আর এই প্রেক্ষাপটে এই কথা হচ্ছিল।) হযরত মুসলেহ্ মওউদ বলেন যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই উক্তি যদি ব্যাখ্যা ছাড়াই থেকে যেত তাহলে কিছুকাল পর এটি মনে করা হত যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে যত চাও বিয়ে কর,কেবল শর্ত হল তাক্ওয়া। (আজকাল পুরুষেরা দ্বিতীয় বা তৃতীয় বিয়ে করে, তাক্ওয়ার শর্ত তারা জলাঞ্জলি দেয়, তাক্ওয়া শর্ত আবশ্যিক।) এই সম্পর্কে মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) বলছেন যে, আমার মনে পড়ে দীর্ঘকাল হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রাঃ)-এর বিশ্বাস এটিই ছিল যে, চারের অধিক বিয়ে করা বৈধ,সে সময় জামাত যেহেতু ছোট ছিল, সংখ্যা স্বল্প হওয়ার কারণে একে অন্যের সাথে সাক্ষাৎ হয়ে যেত। (কাদিয়ানে সেই সময় লোক সংখ্যা কম ছিল) সেই যুগে এমন বিষয় নিয়ে অনেক দীর্ঘ বিতর্কের অবতারণা হত, সেই কালে কোন একটি সময় এ বিষয়টি আলোচনাধীন আসে। খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রাঃ) বলেন যে, চার বিবি সংক্রান্ত বা চার বিয়ে সংক্রান্ত বিধিনিষেধ শরীয়ত থেকে প্রমাণিত নয়। আবু দাউদ শরীফের একটি রেওয়ায়েত তিনি উপস্থাপন করেন, যাতে লেখা ছিল হযরত ইমাম হোসাইন ১৮ বা ১৯টি বিয়ে করেছেন। সেই অধিবেশনে কেউ বলে যে, মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর দৃষ্টিভঙ্গি এটি নয়, তখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রাঃ) মনে করেন যে, হয়তো তাঁর সামনে বিষয়টি খোলাসা করে উপস্থাপন করা হয়নি, তাই তিনি কাউকে বলেন যে, এই বই নিয়ে যাও। আবু দাউদের এই যে রেওয়ায়েত রয়েছে ইমাম হোসাইন সংক্রান্ত তা মসীহ্ মওউদ (আঃ) কে দেখাও। মুসলেহ্ মওউদ বলেন, যিনি বই নিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদের কাছে যাচ্ছিলেন, আমার সাথে পথে তার সাক্ষাৎ হয় । তার বগলে বই রাখা ছিল, সে গভীর উৎসাহ নিয়ে যাচ্ছিল, আমি জিজ্ঞেস করলাম ব্যাপার কি, তিনি বলেন, হযরত মৌলভী সাহেব এই উদ্ধৃতিটি মসীহ্ মওউদকে দেখানোর জন্য পাঠিয়েছেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ বলেন যে, তার উৎসাহ, তার আগ্রহ দেখে আমিও সেখানেই উত্তরের অপেক্ষায় দাড়িয়ে রইলাম। আসলে বিষয়টিও এমনই ছিল। কিছুক্ষণ পর তিনি ফিরে আসেন, মুসলেহ্ মওউদ বলেন যে, আমি দেখলাম যাওয়ার সময় খুবই হাস্যউৎফুল্ল ছিলেন কিন্তু ফিরে আসার সময় মাথা নিচু করে মনমরা অবস্থায় রয়েছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম ব্যাপার কি, সে বলল, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, মৌলভী সাহেবকে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন এটি কোথায় লেখা আছে যে, সব স্ত্রী তার এক যুগেই ছিল”(খুতবাতে মাহমুদ, ১৩তম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৫-৩৬) তো এখানেই বিষয়টির নিষ্পত্তি ঘটে যে, চারের অধিক বিয়ে এক সাথে করা যেতে পারে না আর সেটিও শর্ত স্যাপেক্ষ আর তাক্ওয়া হল সবচেয়ে বড় শর্ত।

ইমামের ডাকে সাড়া দেওয়া সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, ইমামের ডাকের মোকাবেলায় ব্যক্তির আওয়াজ-এর কোন গুরুত্বই নেই, যখনই তোমাদের কানে আল্লাহ্‌র রসূলের আওয়াজ পড়ে তাৎক্ষণিকভাবে 'লাব্বায়েক' বল এবং সেটিকে বাস্তবায়নের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে ধাবিত হও কেননা এতেই তোমাদের উন্নতির রহস্য নিহিত বরং মানুষ যদি তখন নামাযেও রত থাকে তার জন্য আবশ্যক হবে নামায ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ্‌র রসূলের ডাকে সাড়া দেওয়া। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন যে, আল্লাহ তা'লার কৃপায় আমাদের জামাতে এমন দৃষ্টান্ত দেখা যায়। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) একবার এমনই করেছেন আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ডাক শুনে তাৎক্ষণিকভাবে নামায ছেড়ে দিয়ে তাঁর সমীপে উপস্থিত হন। খুব সম্ভব মীর মেহদী হাসান সাহেব বা মিঞা আব্দুল্লাহ সানোরী সাহেবও এমনটিই করেছেন। এই দুই ব্যক্তিও এমনই করেছেন ভিন্ন ভিন্ন যুগে। কেউ কেউ এ সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন করলে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই আয়াত পাঠ করেন,

لَّا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُم بَعْضًا ۚ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا ۚ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

অর্থাৎ তোমরা রসূলের আহ্বানকে তোমাদের মধ্যে একে অপরকে

আহ্বান করার ন্যায় মনে করিও না। নিশ্চয় আল্লাহ ঐ সকল লোককে জানেন যাহারা তোমাদের মধ্য হইতে পাশ কাটাইয়া (পরামর্শ সভা হইতে) সরিয়া পড়ে। সুতরাং যাহারা তাহার হুকুমের বিরোধিতা করে তাহারা যেন সাবধান হয় পাছে আল্লাহর তরফ হইতে কোন বিপদ তাহাদিগকে স্পর্শ করে অথবা কোন যন্ত্রণাদায়ক আযাব তাহাদিগকে স্পর্শ করে। (আন-নূর:৬৪)

অনুরূপভাবে অন্যত্র এসেছে,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ অর্থাৎ হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা সাড়া দাও আল্লাহ এবং তাঁহার রসুলের ডাকে, যখন সে তোমাদিগকে ডাক দেয় যেন সে তোমাদিগকে জীবিত করিতে পারে।

(আল-আনফাল:২৫)

নবীর ডাকে তাৎক্ষণিকভাবে সাড়া দেওয়া এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বরং ঈমানের লক্ষণাবলীর একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ।

(তফসীরে কবীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪০৮-৪০৯)

এই সকল পুণ্যবানরা যা করেছেন সম্পূর্ণভাবে বৈধ ছিল। নামায মূল উদ্দেশ্য নয়। বা অন্য কোন পুণ্য মূল উদ্দেশ্য নয় নবীর উপস্থিতিতে। বরং আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছানো এবং আল্লাহ্র নির্দেশ মানা সব সময় প্রকৃত উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, যার দৃষ্টান্ত হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবীদের জীবনে আমরা দেখতে পাই। অনুরূপভাবে মহানবী (সা.)-এর সাহাবীদের জীবনেও চোখে পড়ে।

একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা যার প্রতি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এটি সবসময়ই গুরুত্বপূর্ণ ছিল আর আজও গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, মু'মিন সত্যিকার অর্থে খুব বেশি বুঝানো বা অনুপ্রেরণার অপেক্ষা করেন না, তার জন্য ইশারা এবং ইঙ্গিতই যথেষ্ট হয়ে থাকে আর ইঙ্গিত বুঝে সে এমন উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে কাজ করে যে অনেকেই তাদের উন্মাদ বলে সন্দেহ করে, এ জন্য পৃথিবীতে যত মু'মিন অতিবাহিত হয়েছে তাদেরকে মানুষ উন্মাদই আখ্যা দিয়েছে। তিনি বলেন, আল্লাহ্ মাগফেরাত করুন, আমার এক শিক্ষক ছিলেন, তার নাম হল মৌলভী ইয়ার মোহাম্মদ। তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন, তাঁর একটি মানসিক সমস্যা ছিল আর সেই সমস্যাটি ছিল হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে তিনি তাঁর প্রেমাষ্পদ এবং প্রেমিক মনে করতেন আর সেই প্রেমের কারণে তিনি মনে করতেন যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁকে প্রতিশ্রুত পুত্র এবং মুসলেহ্ মওউদ বানিয়ে দিয়েছেন। মসীহ্ মওউদের প্রতি তাঁর যে ভালোবাসা ছিল সেই ভালবাসার আবেগে তিনি মনে করতেন যে তিনিই প্রতিশ্রুত পুত্র এবং মুসলেহ মওউদ। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর রীতি ছিল কথা বলতে বলতে অনেক সময় আবেগের আতিশয্যে রানের দিকে সেভাবে হাত নিয়ে আসতেন যা দেখে মনে হত কাউকে ডাকছেন। একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এভাবেই আবেগ আপ্লুত কণ্ঠে কিছু বলছিলেন, মৌলভী ইয়ার মোহাম্মদ সাহেব ছুটে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে গিয়ে বসে যান, পরে কেউ জিজ্ঞেস করে যে, আপনি এটি কি করলেন, তিনি বলেন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই যে ইঙ্গিত করেছেন সেটি আমার প্রতি ছিল যে, তুমি এগিয়ে আস, তাই আমি লাফিয়ে আগে চলে আসি। তো এটি ছিল একপ্রকার উন্মাদনা। কিন্তু কোন কোন উন্মাদনা শুভ বা ভালো হয়ে থাকে তার এই উন্মাদনা বিদ্বেষে পর্যবসিত হয়নি বরং ভালোবাসায় পর্যবসিত হয়েছে। সুতরাং যে ইঙ্গিত তার প্রতি করা হয় না একজন পাগলপর প্রেমিক সেটি সম্পর্কেও ধরে নেয় যে, আমার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তিনি এই প্রেক্ষাপটে নসীহত করেন আর জামাতের উদ্দেশ্যে বলেন, যে জাতি আল্লাহ্ তা'লাকে ভালোবাসার দাবি করে তারা সঠিক ইঙ্গিত এবং ইশারাকে কেন বুঝবে না যা তাদের প্রতি করা হয়েছে। আমাদের জামাতের উন্মাদদের জামাতের প্রতি যে ভালোবাসা রয়েছে তা মৌলভী ইয়ার মোহাম্মদের মতও কি নয় যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর রানে আস্তে করে হাত মারেন আর তিনি ধরে নেন যে মসীহ্ মওউদ আমাকে ডাকছেন অথচ এখানে আল্লাহ্ তা'লা অতিস্পষ্ট ভাবে নির্দেশ দিচ্ছেন তার মসীহ্ বিভিন্ন নির্দেশ দিচ্ছেন আর আমরা মনোযোগ দিই না। (খুতবাতে মাহমুদ, ১৭তম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭৩৩-৭৩৪) সুতরাং এটি নিয়ে আমাদের ভাবা উচিত আর আমাদের বিচার বিশ্লেষণ করা উচিত যে, আমরা কতটা আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ এবং তাঁর ইশারা ইঙ্গিতকে বুঝি এবং অনুধাবন করি।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ) বলেন,সব কাজ খোদার সন্তুষ্টির জন্য করা উচিত, তাঁর নির্দেশের অধিনে থেকে করা উচিত। মানুষকে সন্তুষ্ট করার জন্য নয়। তিনি বলেন, মৌলভী গোলাম আলী সাহেব এক কট্টর ওয়াহাবী ছিলেন, ওয়াহাবীদের ফতওয়া ছিল যে, ভারতে জুমুআর নামায বৈধ, হানাফিদের দৃষ্টিতে তা বৈধ নয়, (সেই যুগে অদ্ভুত সব দৃষ্টিভঙ্গি রাখত মানুষ) তারা বলতো মুসলমান বাদশাহ্ থাকলেই জুমুআ পড়া বৈধ হবে। জুমুআ যিনি পড়াবেন তিনি মুসলমান কাজী হবেন। যেখানে জুমুআ পড়া হবে সেটি শহর হওয়া চাই। ভারতে ইংরেজ শাসনের কারণে মুসলমান বাদশাহও ছিল না আর কাজীও ছিল না, তাই তারা জুমুআর নামায পড়া বৈধ মনে করত না। (এইভাবে একটি সমস্যার সৃষ্টি হয়) অপর দিকে কুরআনে লেখা দেখত যে, যখন জুমুআর জন্য ডাকা হয় তাৎক্ষণিকভাবে সব কাজ ছেড়ে দিয়ে জুমুআর জন্য ধাবিত হও। তাই তাদের হৃদয়ে কোন শান্তি ছিল না একদিকে জুমুআ পড়ার ইচ্ছা হত, অপর দিকে আশঙ্কা ছিল পাছে কোন হানাফি মৌলভী আমাদের বিরুদ্ধে ফতওয়া জারি করে বসে। এই উভয় সঙ্কটের কারণে তাদের রীতি ছিল জুমুআর দিন গ্রামে প্রথমে জুমুআ পড়তেন এরপর যোহর নামায পড়ে ফেলতেন আর মনে করতেন যে, জুমুআ সংক্রান্ত মাসলা যদি সঠিক হয় তাহলে আমরা নিরাপদ আর যোহর নামায পড়া সংক্রান্ত মাসলা যদি বৈধ হয় তাহলেও আমরা নিরাপদ আর যোহরের নামাযের নাম যোহরের পরিবর্তে 'এহতিয়াতি' রাখত অর্থাৎ সাবধানতামূলক নামায আর মনে করত আল্লাহ্ তা'লা যদি আমাদের জুমুআর নামাযকে গ্রহণ না করেন তাহলে আমরা যোহরকে তাঁর সামনে উপস্থাপন করব আর যদি যোহর প্রত্যাখ্যান করেন তাহলে জুমুআ রেখে দেব তাঁর সামনে আর কেউ যদি 'এহতিয়াতি' না পড়ত অর্থাৎ যোহর না পড়ত তাকে ওয়াহাবী মনে করা হত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন, একবার আমরা মৌলভী গোলাম আলী সাহেবের সাথে গুরুদাসপুর যাই, পথিমধ্যে জুমুআর সময় এসে যায়, আমরা নামায পড়ার জন্য এক মসজিদে যাই। ওয়াহাবীদের রীতি নীতির সাথে তাঁর(আঃ)এর রীতি-নীতির মিল ছিল। ওয়াহাবীরা হাদীস অনুসারে আমল করা আবশ্যক জ্ঞান করত, তাদের বিশ্বাস হল মহানবী (সা.)-এর সুন্নত অনুসরণই মানুষের মুক্তির জন্য আবশ্যক। যাইহোক, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মৌলভী গোলাম আলী সাহেবের সাথে যান আর জুমুআর নামায পড়েন। মৌলভী গোলাম আলী সাহেব জুমুআর নামায শেষ করার পর যোহরের চার রাকাত নামাযও পড়েন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, মৌলভী সাহেব! জুমুআর নামাযের পর চার রাকাত নামায কোত্থেকে এল? তিনি বলেন, এটি 'এহতিয়াতি' অর্থাৎ সাবধানতামূলক যোহর পড়লাম, আমি বললাম, মৌলভী সাহেব আপনি তো ওয়াহাবী আর বিশ্বাসগতভাবে আপনি এর বিরোধী। 'এহতিয়াতি'র অর্থ কি? তিনি বলেন, 'এহতিয়াতি' এই অর্থে নয় যে, আল্লাহ্র দরবারে আমাদের জুমুআ গৃহীত হয় না কি যোহর বরং এটি এই অর্থে যে, মানুষ যেন আমাদের বিরোধিতা না করে। তো মানুষের ভয়ে এমনটি করেছে। তো অনেকেই মানুষের ভয়ে এমন কাজ করে যেভাবে গোলাম আলী সাহেব করেছে, মনে মনে তিনি আত্মপ্রসাদ নিচ্ছিলেন যে, জুমুআ পড়েছেন অপর দিকে মানুষকে সন্তুষ্ট করার জন্য যোহরের চার রাকাত নামাযও পড়ে নিলেন।

(তাফসীর কবীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৩৮২-৩৮৩)

"একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে এক বৈঠকে কেউ জিজ্ঞেস করে যে, আমাদের অধিকাংশ মানুষ দাড়ি কামিয়ে ফেলে, তিনি বলেন, আসল বিষয় হল খোদা প্রেম, এদের হৃদয়ে যখন খোদার ভালোবাসা সৃষ্টি হবে, মানুষ নিজ থেকেই আমাদের অনুকরন আরম্ভ করবে।"

(আনোয়ারুল উলুম, ১৮তম খণ্ড,পৃষ্ঠা-৪৬৫)

আল্লাহ্ তা'লা করুন আমরা যেন প্রকৃত অর্থে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কথা অনুধাবন করি আর সত্যিকার খোদাপ্রেম আমাদের মাঝে সৃষ্টি হয় আর আমাদের প্রতিটি কথা এবং কর্ম খোদা তা'লার নির্দেশ অনুযায়ী হয়।

নামাযের পর একটি গায়েবানা জানাযা পড়াব। এটি জনাব আব্দুন নূর জাবী সাহেব এর। যিনি সিরিয়া নিবাসী। ১৯৮৯ সনে জন্ম গ্রহণ করেন তিনি। খুব সম্ভব তাকে সরকারী বাহিনী গ্রেফতার করে। পুরো তথ্য বায়োডাটা এখানে নেই, আমার সামনে যা লেখা আছে সে অনুসারে কয়েক মাস পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজনেস ম্যানেজমেন্টে ডিগ্রি করেছেন। ২০১৩ সনে ৩১ ডিসেম্বর সরকারী আমলারা তাকে গ্রেফতার করে। আর গ্রেফতারের কারণ হল কেউ তার মোবাইল ফোন ধার করে বিদ্রোহীদের ফোন করে আর এটি সিরিয়ান পরিস্থিতি যখন খারাপ হওয়া আরম্ভ হয় সে সময়ের কথা, তখন কাউকে ফোন ধার দেওয়া আপত্তিকর কোন ব্যাপার ছিল না। যাই হোক বিদ্রোহীদের কেউ তার ফোন নিয়ে সাথী সঙ্গীদের সাথে অর্থনৈতিক লেনদেন সংক্রান্ত কথা বলে আর সরকারী এজেন্সি তার ফোনে আড়ি পাতে, রেকর্ডও করে এবং চেক করে। তদন্তে প্রমাণিত হয় যে, তার ফোন থেকেই

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9915865619
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

Title Code: PUNBEN00001

সাপ্তাহিক বদর কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

Vol. 1 Thursday,21 April 2016 Issue No. 7

MANAGER
NAWAB AHMAD
Mob: +91 9417020616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com
SUBSCRIPTION
ANNUAL : Rs. 300/-

ফোন করা হয়েছে আর এটিই প্রমাণ হল যে বিদ্রোহীদের সাথে তার যোগাযোগ আছে, সেকারণে তাকে গ্রেফতার করা হয়, এরপর শহীদ করা হয়। মেডিকেল রিপোর্ট অনুসারে মরহুম গ্রেফতার হওয়ার তৃতীয় দিনে মাথায় মারাত্মক আঘাতের কারণে ইন্তেকাল করেন। সরকারী পুলিশ মারাত্মক নির্যাতন করে এমন লোকদের। বিদ্রোহী এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের অবস্থা অনুরূপ। কিন্তু তার পরিবার তার মৃত্যুর সংবাদ পায় ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ সনে। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।

ইনি সালিমুল জাবী সাহেব-এর পৌত্র ছিলেন, সালিমুল জাবী সাহেব অনেক পুরনো আহমদী, সালিল জাবী সাহেব রাবওয়াও গিয়েছেন হযরত মুসলেহ্ মওউদের যুগে, উর্দু ভাষাও খুব ভালো জানেন। পরিচিত শ্রেণীর মাঝে এবং নিজের পরিবেশে খুবই উন্নত চরিত্রের অধিকারী, ভদ্র, কোমলমতি হিসেবে পরিচিত ছিলেন, কোন কঠোরতায় অভ্যস্ত ছিলেন না। স্বাস্থ্যবান এবং মজবুত দেহের অধিকারী ছিলেন। তার বোন মোহতরমা হেবাতুর রহমান জাবী সাহেবা বলেন, আমার ভাই-এর জন্মের পূর্বে মা স্বপ্নে দেখেছিলেন যে তার ছেলে হয়েছে, বলা হয়েছে যে আপনি একটি নূর জন্ম দিয়েছেন, পরে খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে)-এর পক্ষ থেকে তার নামা রাখা হয়েছে আব্দুন নূর। তিনি বলেন, আমার ভাই খুবই অনুগত, মেধাবি ছিল। সবাই তার মেধা এবং যোগ্যতার ভূয়সী প্রশংসা করত। তার সাথে আমার শেষ যে কথা হয়েছে তাতে তিনি বলেন যে, যদি আমি সত্যবাদী আহমদী হই তাহলে অন্যদের ক্ষমা করা আমাকে শেখা উচিত। যাই হোক খোদা তা'লা তাঁর মর্যাদা উন্নীত করুন এবং শোক সন্তপ্ত পরিবার পিতা-মাতা, ভাই-বোন এবং দাদাও জীবিত আছেন সবাইকে ধৈর্য দান করুন। আমীন।

সিরিয়ার পরিস্থিতির জন্য দোয়া করা উচিত। সেখানে সরকারের জুলুম এবং নির্যাতনের কারণেই বিদ্রোহী শ্রেণী মাথাচাড়া দিয়ে দিয়েছে আর উভয়ই জুলুম এবং নির্যাতনে সীমালঙ্ঘন করছে। তৃতীয় শ্রেণী হল দায়েশ, তারা ইসলামের নামে জুলম এবং নির্যাতনের বাজার গরম করছে, সেখানে বসবাসকারী যত ভদ্র মানুষ রয়েছে তারা সরকারের হাত থেকেও নিরাপদ নয়, সরকারও একইভাবে অত্যাচারী আর বিদ্রোহী শ্রেণীও একইভাবে জুল্ম এবং অত্যাচার করছে আর ইসলামের নামে রাজত্ব প্রতিষ্ঠার যারা দাবিদার তারাও একইভাবে জুল্ম এবং নির্যাতন করছে আর ভদ্র মানুষ এই যাতাকলে পিষ্ট হচ্ছে আর সেই সব আহমদীরাও যারা কোন দলের অংশ নয়। আল্লাহ্ তা'লা করুনা করুন। এদেশের প্রতি করুনাা করুন আর জালেম এবং অত্যাচারীদের হাত থেকে এই দেশকে মুক্ত করুন। (আমীন)

জিন্নের অস্তিত্ব

আরবী ভাষায় 'জিন্ন' শব্দের অর্থাবলী এইরূপ হতে পারে। 'জিন্ন' শব্দ কোন সুপ্ত, অদৃশ্য, বিচ্ছিন্ন এবং দূরের কোন বস্তুকে বোঝায়। 'জিন' শব্দে গভীর ও ঘন ছায়ার অর্থও বোঝানো হয়। এই কারণেই কুরান করীম 'জান্নাতুন' অর্থে জান্নাত বা ঘন বাগানকে বোঝানো হয়েছে যার ছায়া অত্যন্ত ঘন। 'জিন্ন' শব্দটি সাপের জন্যও প্রযোজ্য যারা স্বভাবগতভাবেই গোপনে থাকতে পছন্দ করে যে কারণে তারা বিছিন্নভাবে খাল-বিল ও পাহাড়ের মধ্যে থাকা গর্তের মধ্যে থাকতে ভালবাসে। 'জিন' শব্দটি পর্দাাচ্ছন্ন মহিলার ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়। এবং এমন সর্দার ও উচ্চ পর্যায়ের মানুষের জন্যও ব্যবহৃত হয় যারা সাধারণ মানুষদের থেকে দূরে থাকা পছন্দ করে। অনুরূপভাবে প্রত্যন্ত ও দুর্গম পাহাড়ের বাসিন্দাদের ক্ষেত্রে 'জিন্ন' শব্দটি প্রযোজ্য। সংক্ষেপে মানুষের দৃষ্টির অন্তরালে এবং গোপনভাবে থাকে এমন প্রত্যেক বস্তুকে জিন বলা হয়।

'জিন্ন' শব্দটির উপরোক্ত অর্থ আঁ হযরত (সাঃ)-এর হাদিসের অনুরূপ। তিনি (সাঃ) শৌচক্রিয়ার পর শুকনো গোবর এবং হাড় ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন, এই কারণে যে, এগুলি জিন্নেদের খাদ্য। যেভাবে বর্তমানে টয়লেট পেপার ব্যবহৃত হয় অনুরূপভাবে প্রাচীনকালে লোকেরা উক্ত কাজের জন্য মাটির শুকনো ঢিল, পাথর বা সামনে পড়ে থাকা যে কোন শুকনো বস্তু হাতে নিয়ে তা ব্যবহার করত। অতএব, আমরা খুব সহজেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, আঁ হযরত (সাঃ)-এর এই হাদিসে যেখানে 'জিন্ন'-এর উল্লেখ রয়েছে তার দ্বারা বাহ্যতঃ কোন অদৃশ্য জীবকে বোঝানো হয়েছে যারা খাদ্যের জন্য হাড়ের টুকরো, গোবর ইত্যাদি আবর্জনার উপর নির্ভরশীল। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, সেই সময় মানুষ ব্যক্টেরিয়া বা ভাইরাস কিম্বা এই ধরণের কোন আপাত অদৃশ্য জীবের কল্পনাও করতে পারত না। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় হল যে জীবের দিকে আঁ হযরত (সাঃ) ইঙ্গিত করেছেন সেটির জন্য আরবী ভাষায় 'জিন্ন'-এর থেকে উপযুক্ত আর কোন শব্দ নেই।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যার দিকে কুরান করীম ইঙ্গিত করে সেটি হল 'জিন্ন'-এর আগুন থেকে তৈরী হওয়া সম্পর্কে।

وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ

অর্থাৎ এবং ইতিপূর্বে আমরা জিন্নকে অত্যন্ত উত্তপ্ত বায়ুর আগুন হইতে সৃষ্টি করিয়াছি। (সুরা আল-হিজর: ২৮)

এখানে একটি বিশেষ প্রকারের আগুনের কথা বর্ণনা করার জন্য 'সামুম' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যার অর্থ অত্যন্ত উষ্ণ এবং হঠাৎ করে জ্বলে ওঠে এমন আগুন এবং যার কোন ধোঁয়া হয় না। এই বিষয়টিকেই কুরান মজীদে অন্যত্র বর্ণনা করা হয়েছে। وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ অর্থাৎ এবং জিন্নকে সৃষ্টি করিয়াছি আগুনের শিখা হইতে। (আর-রহমান: ১৬)

জিন্ন শব্দটি ব্যাক্টেরিয়ার মত জীবের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, এই বিষয়টি প্রমাণ হয়ে যাওয়ার পর, আসুন উপরোক্ত আয়াতগুলির অর্থের দিকে পুনরায় দৃষ্টিপাত করি। এখানে বলা হয়েছে যে, জিন্নকে আগুন থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এর থেকে এমনটি প্রতিভাত হয় যে, এই আয়াতে এমন জীবের উল্লেখ করা হয়েছে যারা নিজেদের জীবনধারণের জন্য আগুনের শিখা কিম্বা মহাজাগতিক রশ্মি থেকে শক্তি অর্জন করে যার জন্য 'সামুম' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

বিজ্ঞানী ডিকারসন (Dickerson) প্রাচীন জীবদের সম্পর্কে নিজের গবেষণায় ফলাফল বর্ণনা করতে গিয়ে অজ্ঞাতসারে কুরানে করীমের এই বর্ণনাকে স্বীকার করে ফেলে যে, " তারা হয়তো আলো এবং অতি বেগুনি রশ্মি থেকে শক্তি অর্জন করত"

(অবশিষ্ট পরের সংখ্যায়)

একের পাতার পর...

মানব জাতির জন্য তাঁহার হৃদয়ে পরিপূর্ণ সহানুভুতি উদ্বেলিত হওয়ার দরুন ঐ নবী স্বয়ং আধ্যাত্মিক মনোনিবেশ, কান্নাকাটি ও বিনয়ের সহিত চাহেন যে, ঐ খোদা যিনি তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইয়াছেন তাঁহাকে অন্যান্য লোকেরাও সনাক্ত করুক এবং তাহারা মুক্তি লাভ করুক। ঐ নবী আন্তরিক ইচ্ছার সহিত স্বীয় সত্তার কোরবানী খোদা তা'লার নিকট পেশ করেন এবং মানুষ জীবিত হইয়া যাউক এই আকাঙ্খায় নিজের উপর কয়েকটি মৃত্যু কবুল করিয়া নেন এবং সর্বপ্রকার প্রচেষ্টায় নিজেকে নিয়োজিত করেন, যেমন এই আয়াতে ইঙ্গিত করা হইয়াছে لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

(আশ্ শোয়ারা: ৪) অনুবাদঃ " এই কাফেরা কেন ঈমান আনে না- এই চিন্তায় কি তুমি নিজেকে ধ্বংস করিয়া দিবে?" যদিও খোদা সৃষ্টির মুখাপেক্ষী নহেন, তথাপি নবীর স্থায়ী চিন্তা, মনঃকষ্ট, ব্যাকুলতা ও দুশ্চিন্তা এবং বিনয় ও আত্মবিলো ও উচ্চ পর্যায়ের সততা ও স্বচ্ছতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সৃষ্টির মধ্যে প্রস্তুত হৃদয়গুলির উপর নিদর্শনের মাধ্যমে নিজের চেহারা প্রকাশ করেন। তাঁহার (নবীর) আবেগপূর্ণ দোয়ার দরুন আকাশে এক ভয়ঙ্কর তোলপাড় সৃষ্টি হয়। ইহার ফলে খোদা তা'লার নিদর্শন বৃষ্টির ন্যায় যমীনে বর্ষিত হয় এবং মহান ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা জগদ্বাসীকে দেখানো হয়। ইহাতে জগদ্বাসী দেখে যে, খোদা আছেন এবং খোদার চেহারা দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু যদি ঐ পবিত্র নবী এতখানি দোয়া, মনোনিবেশ এবং অঝোর কান্নাকাটির সহিত খোদা তা'লার দিকে না ঝুঁকিতেন এবং খোদার চোহারর ঝলক পৃথিবীতে প্রকাশ করার জন্য কোরবানী না করিতেন ও প্রতি পদক্ষেপে সর্বদা মৃত্যু কবুল না করিতেন, তাহা হইলে খোদার চেহারা কখনো পৃথিবীতে প্রকাশিত হইত না।

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, ২২তম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১১৪-১১৭)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badr, at Fazle-Umar Printing Press, Harchowal Road Po.Qadian, Distt.Gurdaspur-143516, Punjab, India.And Published at office of the Weekly Badr Moh-Ahmadiyya, Harchowal Road Po.Qadian Dist. Gsp-143516,Punjab.India.Editor: Tahir Ahmad Munir